সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদীনের মত বিনিময় সভা

দর্শনা প্রেসক্লাব সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন কেরু শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর। মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা প্রেসক্লাবে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে সাংবাদিকদে সাথে মতবিনিময় করেন শ্রমিক ইউনিয়নের ২০২৩-২৪ সালের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর।

এসময় তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন চিনিকল থেকে শ্রমিক নিয়ে এসে স্থানীয় চুক্তি ভিত্তিক যারা দীর্ঘদিন কাজ করে আসছে তাদেরকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মিল থেকে শ্রমিক নিয়ে এসেছে সিবিএ নেতারা। বর্তমান সম্পাদক মাসুদুর রহমান চুক্তি ভিত্তিক কর্মচারীদের তাদের দিন হাজীরা অথচ তাদেরেক বড় সুবিধা দিয়ে ষাট বছর অর্ডার করে নিয়ে এসেছে হেড অফিস থেকে নিজের সুবিধার জন্য। কেরু এ্যান্ড কোম্পানির শ্রমিক ও কর্মচারী ২ হাজার ৫শত ছিল, কিন্তু বর্তমান সম্পাদক মাসুদুর রহমান শ্রমিক কুমিয়ে ১ হাজার ২ শত ৬০ জনকে নিয়ে আসেন। কেরু এন্ড কোম্পানি দীর্ঘদিন (বছরের পর বছর) চুক্তি ভিত্তিক আছে তাদেরকে স্থায়ী না করে বর্তমান সিবিএ নেতারা অতিরিক্ত আরো ৩শ ২০ জনকে নিয়োগ দেন।

এসময় জয়নাল আবেদীন নফর আরও বলেন, আমি যদি আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারি তাহলে চুক্তিভিত্তিক যারা আছে তাদেরকে আমি স্থায়ী করার জন্য আমার প্রথম কাজ। মিলে শ্রমিক লাগলে এলাকার যোগ্য ছেলের নেওয়া হবে। আমি এই প্রেসক্লাবে কথা দিচ্ছি আমি জয়লাভ করতে পারলে, যে সমস্ত শ্রমিকদের ছাটাই করা হয়েছে তাদের বর্তমান পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে কষ্টে আছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সহ-সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ফারুক আহমেদ, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক আমির হোসেন সিআইসি, ট্রাক চালক সাগর, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ওসমান আলী, দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ও প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু,

ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিকুল, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবিব মামুন, সিনিয়র সাংবাদিক এফএ আলমগীর, মাসুম বিল্লা, হাসমত আলী, মাহমুদুল হাসান রনি, আব্দুর রহমান, ওয়াসিম রয়েল, আবিদ হাসান রিফাত, ফরহাদসহ প্রমুখ।

দামুড়হুদায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধান রোপন ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে সমলয়ে চাষাবাদে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধান রোপন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের মিশন পাড়ায়।

দামুড়হুদা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে উক্ত আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা’র সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা উপজেলা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম সহ স্থানীয় কৃষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় দামুড়হুদা ডাক বাংলা চত্তরে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়বোই।

এই শ্লোগানকে সামনে রেখে উক্ত অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মঞ্জু’র সভাপতিত্বে, এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা পরিষদের সদস্য শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন – সাধারণ সম্পাদক আঃ আজিজ, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য এ্যাডঃ সিরাজুল ইসলাম, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক আহবায়ক এ্যাডঃ আবু তালেব এর সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ হাশেম মেম্বার, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মমিন মাস্টার, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব মাষ্টার,নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী,নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ রাজ্জাক ফাকের মাষ্টার।নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ সালাম, ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী, সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম।দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু।উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম,সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিশান তরফদার।দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন ছাত্র লীগের সভাপতি শেখ

সোহেল, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্র লীগের আহবায়ক রাসেল আহাম্মেদ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের আহবায়ক শাহীন মোল্লা, যুগ্ম আহ্বায়ক আঃ করিম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনারুল, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগ নেতা হৃদয় হাসান, নাহিদ বিশ্বাস অনিক , সবুজ সহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা খাঁনপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা জয়নাল আবেদীন।

চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সামনে গত ৭ জানুয়ারি ২০২৩ সকাল ১১ টার সময় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ৫১৪ কর্মী চাকরীচ্যুত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশের প্রতিবাদস্বরূপ ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত ৭ ই জানুয়ারি ২০২৩ বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে নারী-পুরুষ কিশোর মিলে এক মানববন্ধন করে যাদের হাতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন ছিল।সেইসাথে মানববন্ধনে সংস্থা ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ উপস্থাপনা ও তার ছবি পুড়িয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে । মানববন্ধনরত কর্মীরা অভিযোগ করে বলেন বিগত তিন বছরে সংস্থা কতৃক অকারণে ৫১৪ জন কর্মীকে চাকরীচ্যুত করে এবং মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত চুয়াডাঙ্গা মালো পাড়াতে অবস্থিত ওয়েভ ট্রেনিং সেন্টারে বেলা এগারোটার সময় ফাউন্ডেশন এর গভর্নিং বোর্ড ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরিচালক ইফতেখার হোসেন বলেন,

এ্যাডভাইজার আব্দুস শুকুর,রিজিওন সমন্বয়কারী জিল্লুর রহমান সহ ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৪

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পুলিশি অভিযানে আটক করা হয়েছে ৪ ডাকাতকে।

এসময় তাদের নিকট থাকা দেশীয় অস্ত্র-গ্রীলকাটার ও প্লাষ্টিকের রশি উদ্ধার করেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে তিতুদহের গ্রীসনগর গ্রাম হতে তাদেরকে আটক করে। আটককৃত ডাকাত দলের সকলের বাড়ি জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নে।

জানাগেছে, গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফর রহমানের নের্তৃত্বে দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই এএম আনোয়ারুল ইসলাম সাঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গ্রীরিসনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পূর্ব পাশে পানির ট্রাংকির সামনে।

এ সময় উক্ত স্থান হতে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহন করা কালে ৪ জন ডাকাতকে আটক করে।

আটককৃত ৪ ডাকাত চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়ীয়া উত্তরপাড়ার মৃত মজিবর রহমান ওরপে মল্লিক শাহর ছেলে শাহাবুদ্দিন ওরফে বদ্দি (৩৬) একই গ্রামের মসজিদপাড়া পাড়ার সিরাজ হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান (২৫), শাহপাড়ার আব্দুর রশিদের ছেলে ইমদাদুল হাসান (২৩) ও ইউনিয়নের মদনা গ্রামের উত্তরপাড়ার কাওছার আলীর ছেলে আব্দুল আলীম (২২)। আটক হওয়া ডাকাতদের নিকট হতে উদ্ধারকৃত দেশীয় অস্ত্রের

মধ্যে অনুমান ১ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা ১টি লোহার দা, অনুমান ১ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা ৩টি কাঠের বাট যুক্ত হাসুয়া, কালো বাট যুক্ত লোহার তৈরি গ্রীল কাটার ১ টি, বাঁশের বাট যুক্ত লোহার হাতুড়ি ১ টি, ১ টি প্লাস ও ১০ ফুট সাদা প্লাষ্টিকের রশি।

আটককৃত ৪ ডাকাত সহ কয়েকজনকে অজ্ঞাতনামা পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ দর্শনা থানা পুলিশ ৪ জনকে ডাকাতি মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদার পীরপুরকুল্লায় বিয়ের ৫ দিনের মাথায় প্রেমিকের সাথে লাপাত্তা নববধূর

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামে বিয়ের ৫ দিনের মাথায় ঘরে স্বামী রেখে প্রেমিকের হাত ধরে নববধূর লাপাত্তা হবার ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে,পীরপুরকুল্লা গ্রামের নতুন পাড়ার নাজিম উদ্দীন (কালু) ছেলে প্রবাসী আশরাফের কন্যা সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী আরফিনার দুধপাতিলা গ্রামের এক গরু ব্যাবসায়ী ছেলের সাথে ৫ দিন পূর্বে বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরিবার বড়লোক ছেলে দেখে বিয়ে দিলেও তার মন পড়ে থাকে যশোরের প্রেমিকের প্রতি। ঘরে একদিকে নতুন জামাই আরেক দিকে আরফিনার ছোট মার আত্মীয় পরিচয়ে হাজির যশোরের সে প্রেমিক। দুদিন সে প্রেমিক তার বাড়িতে অবস্থান করে সুযোগ বুঝে গত শুক্রবার আরফিনা ও তার প্রেমিক পাড়ি জমায় যশোরে।

পরবর্তীতে আরফিনার পরিবার আজ শনিবার যশোরে গেছে আরফিনা ও তার প্রেমিকের পরিবারের সাথে বসে সমাধান করতে।আরফিনার দাদী জানান আরফিনার স্বামী তো তাকে আর নেবেনা। এখন সেখানেই দিতে হবে।আরফিনার মা জানান মেয়ে তার কাছে চলে গেছে এখন দেখা যাক কি হয়।স্থানীয় অনেকে নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন আরফিনার মা ও তার ছোট মা যশোরের ছেলের সাথে প্রেমের সব সম্পর্ক জানে। ওর

ছোট মা ছেলেকে ডেকে এনে তার হাতে কৌশলে তুলে দিয়ে এখন নাটক করছে।কারন আরফিনার বাবা প্রবাসে থাকে সে জানলে তাদের বকাবকি করবে।
ঘরে নতুন স্বামী রেখে প্রেমিকের হাত ধরে চলে যাওয়ার আরফিনার প্রতি ছি ছি রব উঠেছে এলাকায়।সেই সাথে আরফিনার বাল্য বিবাহ দেবার সাথে জড়িত তার অভিভাবক, ঘটক ও যিনি বিবাহ পড়িয়েছেন তার কঠোর শাস্তির দাবী তুলেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

চুয়াডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ ও পদাঘাত

চুয়াডাঙ্গায় বীরমুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে বানোয়াট মিথ্যা অভিযোগ তুলে মানববন্ধন এবং প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ ও পদাঘাত করা হয়েছে। এঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে দর্শনা মুক্তিযোদ্ধা পৌর কমান্ডারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে ওয়েভ ফাউন্ডশনের চাকুরীহারা কর্মীদের ব্যানারে কতিপয় ব্যাক্তি এহন কর্মকান্ড ঘটায়।

চুয়াডাঙ্গা দর্শনার বীরমুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলীর ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠন রয়েছে। যার নির্বাহী পরিচালক মহসীন আলী। বিভিন্ন সময়ে আর্থীক অনিয়ম এবং নারী কেলেংকারীর অভিযোগে এ প্রতিষ্ঠন থেকে কিছু কর্মী চাকুরীচ্যুত হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কতিপয় কর্মী পরিচালকের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ তুলে শনিবার চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে।

মানবন্ধন শেষে বীরমুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলীর প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ ও পদাঘাত করেন। এটা মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় আঘাত এবং দেশের শ্রেষ্ট সন্তাদের প্রতি অন্মান বলে দর্শনা পৌর

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড মনে করছেন। এর প্রতিবাদে এক বিবৃত্তি দিয়েছেন এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলোক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

দর্শনায় দুটি ইটভাটার কারনে ৬ গ্রামের মানুষ অতিষ্ট

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার দুটি ইটভাটার কারনে ৬ গ্রামের মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। এতে করে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মাটিদস্যুদের খাল-পুকুর ও কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। যে কারণে মাটি বহনের ট্রাক্টরের শব্দে রাতের ঘুম হারাম হয়ে পড়েছে ৬টি গ্রামের বসবাকারী মানুষের। এর প্রতিকার চেয়ে প্রশসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভুক্তভোগীরা।

সরেজমিনে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার পাশাপাশি দুটি গ্রামে আধা কিলোমিটার দুরত্ব দুটি ইট ভাটা গড়ে উঠেছে। এ ভাটা দুটির মধ্যে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে ও দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট শামসুল ইসলাম সড়কের সাথে আকন্দবাড়িয়া গ্রামে। এ দুটি ইটভাটার কারনে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড, দক্ষিণচাঁদপুর, আকন্দবাড়িয়া, রতিরামপুর, রাঙ্গিয়ারপোতা, সিংনগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর সহ কয়েক গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। দিন-রাত ২৪ ঘন্টা মানুষের ঘুম হারাম করে দিয়েছে ভাটা মালিক পক্ষ। সড়কজুড়ে অবৈধ ট্রাক্টরের দৌরাত্ম্যের কারনে অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেসবুকেও করছে পোষ্ট। তাই ৬ গ্রামের মানুষ কোন উপায়ন্ত না পেয়ে প্রশাসনের কাছে হস্তক্ষেপ কামনা করছে। গত বছরের ২০২২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পর্যালোচনা সভা। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সন্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় অংশ নেওয়া কর্মকর্তাদের অধিকাংশই আইনটি সংশোধনের আগে আরও পর্যালোচনার তাগিদ দিয়েছেন। সেই সাথে

পাশাপাশি ২০১৯ সালের ইটভাটা আইনে বলা হয়েছে আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট

পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তাহলে কিসের বলে কিসের জোরে জ্বালানী কাঠ ব্যাবহার করছে। তাহলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন টাকা খেয়ে অনুমোদন দিয়েছে পশ্ন তুলছে সাধারন মানুষ। সংশোধনী আইনে পরিস্কার বলা হয়েছে কোন ভাটা কয়লা ছাড়া কোন জ্বালানী কাঠ ব্যাবহার করতে পারবে না। তাহলে এদের খুটির জোর কোথায়। কোন আইন তোয়াক্কা না করে চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ ইট পোড়ানো ব্যাবসা। এ ভাবে চলতে থাকলে পরিবেশ পড়ছে হুমকির মুখে। একদিকে মাটিকাটার দৌরাত্ম্য অন্যদিকে কাঠ পোড়ানোর মহাউৎসব।এ মাটিদস্যুদের কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব। এই দুটি ভাটার মাটি কাটার প্রায় ১৫/২০ টা অবৈধ ট্র্যাক্টরের দৌরাত্ম্যে করছে সড়কজুড়ে। দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট দিয়ে পাসপোর্ট যাত্রীসহ বিপাকে পড়ছে যানবাহন চলাচল নিয়ে। প্রতিদিন ঘটছে ছোট বড় দৃর্ঘটনা। দুটি ইটভাটার মালিক ইদ্রিস আলী ও ফরমান মিয়ার নের্তৃত্বে চলছে মাটি কাটার মহোৎসব। ফলে দুটি ইটভাটার মালিক দিনের বেলায় ও রাতের আঁধারে কৃষি জমির মাটি ট্রাক্টর যোগে কেটে নিচ্ছে তাদের ইটের ভাটায়।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় অর্ধশতাধিক মাটি ব্যবসায়ী এই কৃষি জমির মাটি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন। ওরা স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশ্যে তাদের ছত্রছায়ায় থেকে এ ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না তাদের, হরহামেশায় কৃষি জমির মাটি বিক্রি হচ্ছে। কৃষি জমির মাটি যেভাবে কাটা হচ্ছে এতে করে কৃষি জমি হুমকির মুখে পড়েছে। ভবিষ্যতে যেসব জমিগুলোতে মাটিকাটা হচ্ছে, স্তরের মাটি অপসারণ করা হয়, তখন ওইসব জমিগুলোতে ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হবে বলে ভবিষ্যৎ ধারনা কৃষি কর্মকর্তাদের। যেভাবে মাটিকাটা হচ্ছে, এভাবে রাস্তাঘাটসহ প্রতিনিয়ত ধ্বংসের মুখে পড়ে যাচ্ছে কৃষি জমি। তাই এলাকার সর্বস্তরের জনগণ বর্তমান সময় এই মাটি ব্যবসায়ীদের রুখে দিতে প্রশাসনের সদয় দৃষ্টি কামনা করছেন।

স্থানীয় একাধিক কৃষক ও সচেতন ব্যক্তিরা জানান, যেভাবে মাটিকাটা শুরু হয়েছে যেন কে/বা কারা তাদেরকে লাইসেন্স দিচ্ছে। মাটিকাটার জন্য রাস্তাঘাট যেমন ধ্বংস হচ্ছে তেমনি ধ্বংস হচ্ছে কৃষি জমি। বর্তমানে কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ব্যবসায়ীরা মাটি কাটছে যা সত্যি দুঃখজনক ব্যাপার। তারপরও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এ মুহূর্তে যদি মাটি কাটা বন্ধ করা না যায় তাহলে ভবিষ্যতে অনেক

দুর্ভোগ পোহাতে হবে বলেও জানিয়েছেন তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অভিযোগ করে বলেন, প্রত্যকটা জিনিসের নিদ্রা আছে, কিন্তু দুই ভাটার মালিক নিজেদের আখের গোছানোর জন্য সারারাত মাটি কাটছে। বাবা এরা টাকার জন্য মাটিকেও নিদ্রা দিচ্ছে না। এদের বিচার এ দেশে হবে না।

ছেলে মেয়েদের অভিভাবকদের কাছে জানতে চাইলে তারা আরও জানান, এখন স্কুল কলেজ খোলা রয়েছে। নতুন বই হাতে পাবে তাই ছেলে মেয়েদের নিয়ে কিছুটা চিন্তায় রয়েছি। যে কোন সময় ঘটতে পারে দৃর্ঘটনা। স্কুল, কলেজে যাবে ছেলে মেয়েরা তাদের সড়কে চলাচল করা নিয়ে শঙ্কায় রয়েছি। গত বছরে দর্শনা রামনগরে স্কুল ছাত্র, রাঙ্গিয়ারপোতায় মোটরসাইকেল চালক ও সিংনগরে মাটিকাটা এক শ্রমিক মাটিকাটা ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে সড়কেই তরতাজা প্রান গিয়েছে এ তিনজনের।

এ বিষয়ে দর্শনা ষ্টার ব্রিকসের সত্বাধিকারী ইদ্রীস আলীকে ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেনি। সুপার ব্রিকসের সত্বাধিকারী ফরমান মিয়া বলেন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি গাড়ির মধ্যে রয়েছি, দু’দিন পর এসে কথা হবে। এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, এ ধরনের কর্মকান্ড না করার নির্দেশনা দিয়েছি। না মানলে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টর মাধ্যমে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

দামুড়হুদায় নিজ অর্থায়নে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন ইউ.পি সদস্য সামসুল

দামুড়হুদায় নিজ অর্থায়নে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ডের মেম্বার ও দামুড়হুদা সিআইজি কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম।

গত সোমবার থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড

হয়েছে, শুরু হয়েছে শীতের তীব্রতা। ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে দামুড়হুদা উপজেলায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় নিজ অর্থায়নে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম ইউনিয়ন পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড কেশবপুর – পুড়াপাড়া – কুষাঘাটায় আজ শনিবার সন্ধ্যার পর দুঃস্থ অসহায়দের বাড়ি,বাড়ি গিয়ে কুশল বিনিময় করেন ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন চলমান। এরই ধারাবাহিকতায় আপনাদের জন্য আমি নিজ উদ্যোগে কিছু শীতবস্ত্র আপনাদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছি। আমি ইউ. পি সদস্য হিসাবে নয়, আমি আপনাদের সেবক হয়ে যাতে প্রকৃত দুস্থ অসহায় মানুষের সেবা করতে পারি! সেজন্য আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। শুধু আমার নিজ ওয়ার্ড নয়, যেখানে দুস্থ ও অসহায় মানুষ আছে আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি তাদের পাশে থাকব।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কেশবপুর উজ্জল ক্লাবের ক্যাশিয়ার নাজমুল ইসলাম।

করোনা বিএফ-৭, দর্শনা চেক পোস্টে সতর্কতা জারি!

করোনার নতুন উপধরন বিএফ-৭ ঠেকাতে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আর্ন্তজাতিক চেকপোস্টে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা পাওয়ার পর চেকপোস্টে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে হেলথ স্ক্রিনিং বুথ।

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা চেকপোস্ট সূত্রে জানা যায়, ভারত ফেরত নাগরিকদের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টসহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা হচ্ছে। যাদের বুস্টারডোজ নেওয়া আছে শুধু তাদেরকেই বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।

চেকপোস্ট সূত্রে আরও জানা যায়, দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ ভারতীয় পাসপোর্টধারী যাত্রী যাতায়াত করে